বুলেটিন নং: ৩১
বর্ষ ১০ঃ সংখ্যা ৬
প্রকাশ কাল: ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪
শুভেচ্ছা মূল্য: ৳ ১০ ঃ $5

ইউপিডিএফ এর ওয়েবসাইট
www. updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR

স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রসিত খীসা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম জ্বললে সারা দেশ জ্বলবে

ইউপিডিএফ-এর অর্ধযুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল র‍্যালী। ইনসেটে প্রসিত খীসাকে বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক প্রসিত খীসা বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জ্বললে সারা দেশ জ্বলবে। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ওয়াজিউল্লাহ ইনষ্টিটিউটে ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, "ইউপিডিএফ-এর অর্ধযুগ পূর্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সংগ্রামে একটি মাইল ফলক। বিগত ছয় বছরে আমরা আমাদের বহু নেতা-কর্মি ও সমর্থককে হারিয়েছি। অনেকে আহত ও পঙ্গু হয়েছেন। অনেকে এখনো জেলে অন্তরীণ আছেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে চরম দমন পীড়ন সত্ত্বেও ইউপিডিএফ-এর অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে দেয়া সম্ভব হয়নি।" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি, বিপ্লবী তাত্ত্বিক ও বিশিষ্ট লেখক বদরুদ্দীন উমর ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট ঝুলন লাল ভৌমিক। দুপুর ১:৩০টায় মঞ্চের ব্যানার উন্মোচনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী পোষাকে সুশোভিত একদল পাহাড়ি তরুণী পুরো হলে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানায়।

উদ্বোধনের আগে ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা ও উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক রবিশংকর চাকমা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি বদরুদ্দীন উমর ও এডভোকেট ঝুলন লাল ভৌমিককে ফুলের তোড়া দিয়ে ও ব্যাজ পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানান।

এর পর পার্টি প্রধান সরকারের দালাল সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সদস্যদের গুলিতে পঙ্গুত্ব বরণকারী দুই জন পার্টি সদস্য নিরণ চাকমা ও শিশু মনি চাকমাকে পার্টি ও জনগণের প্রতি তাদের মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ফুলের তোড়া দিয়ে ও ব্যাজ পরিয়ে দেন।

২য় পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তিতে জনগণের উদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ-এর বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়াযুগের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তিতে জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা প্রচার করেছে। নিম্নে স্বাধিকার পাঠকদের জন্য এই বার্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তুলে ধরা হলো:

প্রিয় দেশবাসী,

আজ ২৬ ডিসেম্বর ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্ণ হলো। পার্টি প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তিতে আপনারা আমাদের প্রাণতেজোময় সংগ্রামী অভিবাদন গ্রহণ করুন।

অধিকারহারা জনগণের জাতীয় জীবনের এক চরম সংকটময় দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে উত্থান ঘটে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নামের এই নতুন রাজনৈতিক দলটির। ইউপিডিএফ'এর আবির্ভাব হচ্ছে বহু বছরের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের এক যৌক্তিক পরিণতি। শত বছর পূর্বে এ অঞ্চলের জনগণ অন্যায় আগ্রাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যে লড়াই চালিয়েছে, সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় তথা যুগের অমোঘ নিয়মে জন্ম নিয়েছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)।

চেঙ্গী-মাইনি-কাচলং-বড়গাং-ফেনী-সাঙ্গু-মাতামুহুরী নদী বিধৌত সবুজ শ্যামল অপূর্ব গিরিরাজির এ ছোট্ট পার্বত্য রাজ্যে অন্যায় আগ্রাসন ও হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম নতুন কোন ব্যাপার ছিলো না। যখনই কোন বহিঃশক্তি এ ভূ-খণ্ডটিকে হামলা ও অন্যায় আগ্রাসন চালিয়ে সাধারণ মানুষকে পদানত করে শোষণ নিপীড়ন জারি করতে চেয়েছে, তখন থেকেই এই অঞ্চলে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা। এ অঞ্চলের বীর জনতা সুদূর অতীতে সাফল্য ও বীরত্বের সাথে প্রবল পরাক্রান্ত বহিঃশক্তির আগ্রাসন মোকাবিলা করেছে। পরাক্রান্ত মোগল সামন্ত শক্তির আধিপত্য ভারতবর্ষের বহু রাজা মেনে নিলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর জনতা মোগলদের কাছে মাথা নত করেনি। প্রতিরোধের মাধ্যমে মোগল আধিপত্য ও প্রভাব থেকে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাধীন সত্তা টিকিয়ে রাখে।

বৃটিশ উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানের স্বর্ণযুগে, যে সময় সারা দুনিয়ায় বৃটিশদের জয় জয়কার, বৃটিশ সাম্রাজ্যে 'সূর্য অস্ত যায় না' বলে প্রবাদ চালু হয়ে যায়, সে সময়ও এ অঞ্চলের জনগণ বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের অন্যায় আগ্রাসন ও শোষণ মেনে নেয়নি। দু'শ বছর আগে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির অন্যায় আগ্রাসন ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে এ ভূ-খণ্ডের প্রতিবাদী জনতা। এ প্রতিরোধ লড়াই ভারতীয় উপমহাদেশে তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়ার সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

'৭২ সালে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক সূচিত সশস্ত্র লড়াইও পার্বত্য চট্টগ্রামে শত বছর পূর্বে শৌর্য বীর্যে বলীয়ান পূর্ব পুরুষদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত প্রতিরোধ লড়াইয়ের সূচিপত্রে একটি খণ্ড পর্ব মাত্র, যা '৯৭ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাপ-ভাই-মা-বোনেরা,

জনগণের সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা ও বহু সাহসী বীর শহীদের রক্তে গড়া অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জনসংহতি সমিতির অধঃপতিত নেতৃত্বের চক্রটি পরিত্যাগ করে। জনগণকে 'আন্দোলন বিমুখ' 'অকৃতজ্ঞ' ইত্যাদি আপত্তিকর অসম্মানজনক কটুকাটব্য করে এ চক্রটি ক্ষমতাসীন সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পর্দার অন্তরালে 'লিখিত অলিখিত' বহু চুক্তি সম্পাদন করে। জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে সরকার-শাসকগোষ্ঠির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের এই অধঃপতিত চক্রটি হীন ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার ঘৃণ্য খেলায় মেতে উঠলে, অধিকারহারা নিপীড়িত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে ইউপিডিএফ'এর মতো একটি সংগ্রামী দলের আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে অনিবার্য হয়ে উঠে।

'নদী এ পাড়ে ভাঙে, ওপাড় গড়ে'। পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিকে আন্দোলন গুটিয়ে ফেলে জনসংহতি সমিতি ভেঙে ধ্বসে পড়ছে, অন্যদিকে ইউপিডিএফ'এর নেতৃত্বে জনগণের নতুন শক্তি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। জনসংহতি সমিতির অবস্থা এখন প্রমত্ত নদীর বানে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো! ভাঙনমুখর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ যেভাবে হা হুতাশ ও বিলাপ করে, সন্তু লারমাও তাই করছেন। রাজনৈতিকভাবে ভুল অবস্থানে দাঁড়িয়ে (ডানে-বামে বিএনপি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী রেখে, চিহ্নিত ধান্দাবাজ ও সুবিধাবাদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে) সন্তু লারমা চক্র ২ডিসেম্বর এক চরম অনিশ্চয়তা ও হতাশার মধ্য দিয়ে বিতর্কিত 'পার্বত্য চুক্তির' ৭ম

২য় পাতায় দেখুন